



175744 - কারণ যটোই হোক না কেনে পরীক্ষাতে নকল করা নাজায়যে

প্রশ্ন

পরীক্ষার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নকলরে যে ছড়াছড়ি তা থেকে আমরা কভাবে বিরত থাকতে পারি? আমরা বেশি নম্বর পাওয়ার লোভে নকল করি। আমাদের পতিমাতারা আমাদেরকে এ দিকে ঠেলে দেন। কারণ আমরা ভয় পাই যদি ফলে করা কিংবা কম নম্বর পাই তারা আমাদেরকে অপমান করবেন ও শাস্তি দিবেন। যহেতু আমরা সবসময় নকল করিনি। কিন্তু যখনই আমরা অনুভব করি যে, আমাদেরকে এক্সলিনেট নম্বর পতে হবে তখনই আমরা নকলরে দিকে ধাবতি হই। দুঃখরে বিষয় হলো এখন এটি অভ্যাসে পরিণিত হয়েছে; যা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। আপনাদের উপদেশে কী? কোন এক কারণে কোন এক শিক্ষিকা আমার এক বান্ধবীকে বাসায় পরীক্ষা দয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি তার কাছ থেকে অঙ্গীকার ও শপথ নিয়েছিলেন যে, তাকে যে এই অনুমতি দয়া হয়েছে এ ব্যাপারে সে কাউকে জানাবে না। আমার বান্ধবী বাসায় গিয়ে নকল করে পরীক্ষা দিয়েছে এবং ভালো নম্বর পয়েছে; তবে এক্সলিনেট নম্বর নয়। সে এই যুক্তিতে নকল করেছে যে, শিক্ষিকা তার কাছ থেকে নকল না করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেনি। বরং অন্যদেরকে না জানানোর ব্যাপারে অঙ্গীকার নিয়েছিল। তা সত্তবেও সে আল্লাহর শাস্তি ভয়ে ও পরিবারের শাস্তি ভীতসন্ত্রস্ত। তার করণীয় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নকল ও জালিয়াতি এটি হারাম। তা বচোকনোর ক্ষত্রে হোক কিংবা পরীক্ষার ক্ষত্রে হোক কিংবা অন্য যে কোন ক্ষত্রে হোক। যহেতু আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি জালিয়াতি করে সে আমার দলভুক্ত নয়।” [সহিহ মুসলিম (১০২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

পরীক্ষাতে নকল করা হারাম। বরং কবরি গুনাহ। বিশেষতঃ এ নকলরে উপরে ভবিষ্যতরে অনেকে বিষয় নির্ভর করে: বতেন, পদ মর্যাদা ইত্যাদি যগুলো রজোল্টরে সাথে সম্পৃক্ত। [ফাতাওয়া নুবুন আলাদ দারব থেকে (২/২৪) সংক্ষেপে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে পতিমাতার সন্তুষ্ট লাভরে জন্যেও নকল করা জায়যে নয়। কারণ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পতিমাতাকে সন্তুষ্ট করা জায়যে নয়; সটেই যে অবস্থায় হোক না কেনে। যহেতু ইবনে হবিবান (রহঃ) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষের



সন্তুষ্টটি সন্থান করে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও অসন্তুষ্ট করে দেন। [আলবানী 'সহীহু তারগীব' গ্রন্থে (২/২৭১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

ইমাম বাইহাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে (২০৯) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “সন্তুষ্টটি হচ্ছে আপনি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট না করা”।

নিঃসন্দেহে পতিমাতা পছন্দ করেন না যে, তাদের ছলেমেয়ে নকল করে বড় হোক কিংবা নকল করে এক্সলিন্ট নম্বর পাক। বরং তারা চান যে, তারা তাদের নিজদের পরিশ্রম ও কর্ম দিয়ে সফলতা অর্জন করুক।

যে ছাত্র ভাল ফলাফল ও ভাল নম্বর পতে চায় তার উচিত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ভাল পড়াশুনা করা; নকল করা নয়। কারণ মানুষের মন নকলকে ঘৃণা করে এবং মানুষ নকলকারীকে ঘৃণা করে। এটি সত্যবাদিতা ও আমানতদারতার প্রতিপক্ষ; আর মথিয়া ও খয়োনতের মত। বুদ্ধিমানে উচিত এটাকে বর্জন করা।

যদি কোন মুসলিম জানতে পারেন যে, এটাই হচ্ছে নকলের স্বরূপ; তখন তিনি পরিশ্রমী ছাত্রদের অনুসরণ করবেন এবং নিজেকে এই নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে আনবেন।

পরীক্ষাতর কখন শিক্ষিকা জনকৈ ছাত্রীকে তার বাসায় পরীক্ষা দিতে দয়্যো এটিও আমানতের খয়োনত; শিক্ষিকাকে যে আমানতের দায়িত্ব দয়্যো হয়ছিল। এবং এটি অন্যদের প্রতি অবচার; যাদেরকে এ সুযোগ দয়্যো হয়নি। এমনকি যদি আইন-কানুন সটোকৈ অনুমোদন করে তবুও। এটি নিশ্চিত যে, আইন সটোকৈ অনুমোদন করে না। এটাই এই ছাত্রীর জন্য নকল করারকে সহজ করে দিয়েছে। যার মাধ্যমে সে এমন নম্বর ও পজিশন পাবে; সে যটোর উপযুক্ত নয়।

শাইখ বনি বায়কে পরীক্ষায় নকল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যে, যদি সটো শিক্ষকের জ্ঞাতসারে ঘটতে থাকে?

জবাবে তিনি বলেন: পরীক্ষায় নকল করা হারাম; যমেনভাবে লনেদনে সটো হারাম। কোন পরীক্ষার কোন সাবজেক্টে কারো নকল করার অধিকার নাই। যদি কোন শিক্ষক এতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে শিক্ষকও গুনাহতে ও খয়োনতের অংশীদার। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায় (৬/৩৯৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।